কোন কোম্পানির কোন কোন রেকর্ড বেরিয়েছে। বাঙালির পুজোর বাজেটের একটা অংশ থাকত রেকর্ড কেনার জন্য। সময় পাল্টেছে। পা দিয়েছি একুশ শতকে। কালের গতিতে হারিয়েছে রেকর্ড বা ক্যাসেট কেনার সেই উন্মাদনা। ইন্টারনেটের যুগ। একসময়ের গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার, অডিও জায়গা করে নিয়েছে পকেটে। বোতাম টিপলেই হাজার হাজার গানের সম্ভার। পাঁচ হাজার গান একসঙ্গে শোনার এক নতুন খেলনা এসেছে। যার নাম ক্যারাভান। ইচ্ছেমতো নব ঘুরিয়ে বা রিমোট কন্ট্রোলে রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক, লোকগান, ভক্তিগীতি আলাদাভাবে শোনা যায়।

তখন অনেক মধ্যবিত্তের গ্রামোফোন কেনার সামর্থ্য ছিল না। ভরসা পুজো মণ্ডপ। মণ্ডপে মণ্ডপে গান শুনে আশ মেটানো। ছয় থেকে নয়ের দশক। পুজোর আগে গ্রামোফোন, ক্যাসেটের দোকানে লম্বা লাইন। পুজো কেন, সারা বছরই ভিড় লেগে থাকত। কলকাতার ধর্মতলার লিন্ডসে স্ট্রিট বা লেনিন সরণিতে। সার দিয়ে ছোট বড় দোকান। লিন্ডসে

স্ট্রিটে গ্রামোফোনের দোকান ছিল ইকবালের। বাপ-ঠাকুরদা চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন। টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোনের আর বাজার নেই। বিক্রি বাটা নেই। তিন পুরুষের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছেন ইকবাল। এখন লোহার জিনিসের দোকান করেছেন। রশিদ চাচার দোকানের কাছেই ছিল ইকবালের দোকান। কথায় কথায় চাচাই বলেছিলেন ইকবালের কথা। সেই সূত্রেই আলাপ।

লেনিন সরণি বেয়ে দোকানের সারি আজ নেই। শচীনদেব-সুধীরলাল-হেমন্ত-দ্বিজেন-সন্ধ্যা-উৎপল-নির্মলা-প্রতিমাদের সময় আজ ইতিহাস। হিজমাস্টার, হিন্দুস্থান, কলম্বিয়া রেকর্ডের মতো সংস্থাগুলি হাত গুটিয়েছে। একসময় রেকর্ডের জায়গা নিয়েছিল টেপ ক্যাসেট। বাজার ধরতে সারেগামা, এইচএমভি-র মতো সংস্থা পাল্লা দিয়ে ক্যাসেট বের করল। অখিলবন্ধু থেকে শ্যামল মিত্র, হেমন্ত, মান্না থেকে মানবেন্দ্র সবাই ক্যাসেটবন্দি। বছর তিরিশেক চুটিয়ে ব্যবসা। তারপর আধুনিকতার জোয়ার। সময় কম। আরও গান। অল্প জায়গা। অর্থাৎ পরিবর্তন। পুরোনোকে ফেলে এগিয়ে চলতে হবে। গ্রামোফোন-ক্যাসেট-টেপরেকর্ড-এর জায়গায় এল সিডি। ছোট-মাঝারি-গ্রামোফোন-ক্যাসেটের দোকান পাল্টে মিউজিক ওয়ার্ল্ড। বিপুল সম্ভার। সঙ্গে ফাউ ঠান্ডা বাতাস। ভাগ্য ভাল, তো সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ। দেশের বড় বড় শহরে গজিয়ে উঠল একাধিক 'গানের বিশ্ব'। না, আর নয়। আরও বেশি গান একসঙ্গে দরকার। এল ডিভিডি। তাতেও মন ভরছে না। রাস্তায়-বাসে-ট্রামে যেতে যেতে গান শুনতে হবে। পকেটের মধ্যে চাই 'গানের লাইব্রেরি'। মোবাইল, আইপড ঘুরে আধুনিকতম সংস্করণ এখন আইফোন, স্মার্টফোন। খরচ বাঁচিয়ে ইন্টারনেট থেকে সহজেই ডাউনলোড করার সুযোগ। ক্যাসেট-সিডি কেনার ঝক্কি নেই। তাতে মৃত্যুর পরোয়ানা মিউজিক ওয়ার্ল্ডের। গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর ঘোষণায় রে রে করে উঠেছিল গোটা সংগীত সমাজ। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন নচিকেতা, ইন্দ্রাণী, শ্রাবণীরা। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ভাবনা-চিন্তায় পরিবর্তন এল। কিন্তু দেরিতে। তিলোত্তমা হারাল তার এক অলংকার। মিউজিক ওয়ার্ল্ড বন্ধের খবরের মধ্যেই আর একটা খবরও আছে। সুপ্ত। গ্রামোফোন-টেপরেকর্ডারের ভেন্টিলশনে যাওয়ার খবর।

পরিবর্তন এসেছে। মুহূর্তে হাতের মধ্যে যে কোনও গানের সম্ভার। বিলুপ্ত ঐতিহ্য। ১৯২১- এ লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। মাত্র একটি দোকানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু এইচ এম ভি-র। গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি বছরের পর বছর বিভিন্ন শিল্পীর লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশ করেছে। দেখতে দেখতে ৯৬ বছর অতিক্রান্ত। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা মেলেনি। উত্তর থেকে দক্ষিণ। শহর থেকে শহরতলি। গ্রামোফোন তো দূরের কথা, টেপ রেকর্ডারের দেখা মেলা ভার। দু'একটা বাড়িতে মিলবে, তাও অযত্নে। অবহেলায়। ক্যাসেট থেকে একসঙ্গে তিন চার রকম আওয়াজ বের হচ্ছে। গ্রামোফোন 'ঘটঘট' আওয়াজ করছে। মাঝেমাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধুলো ঝেড়ে, পাকানো তার খুলে গ্রামোফোন চালাতে গেলেই বিপদ। যে কোনও সময় যন্ত্রাংশ হাতে চলে আসতে পারে। তা হলে তো রক্ষা নেই। সারানোর মিস্ত্রি মিলবে কোথায়? এই প্রশ্ন উত্তর কলকাতার দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শোভাবাজারের দেবেন্দ্র পেশায় কলেজ শিক্ষক। দশ পুরুষের বাস। গ্রামোফোন থেকে আইফোন সবই আছে। শুধুই আছে। মানে গন্ধে-বর্ণে-অস্তিত্বে। 'কত বছর গ্রামোফোন, রেকর্ডার, টেপ, ক্যাসেট ধরে দেখিনি। ছেলে-মেয়েরা মোবাইল-পেনড্রাইভেই খুশি। আসলে টেপ-গ্রামোফোনের বাজার নেই মশাই', বক্তা দেবেন্দ্র।

একসময়ের নিত্যদিনের সঙ্গী। সকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত বা দুপুরে আধুনিক। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ছন্দে আবদ্ধ। তাক ভর্তি এখনও ক্যাসেট রয়েছে। শ্যামল, মান্না দে-র সিরিজ। আবার কোনও তাকে সন্ধ্যা, প্রতিমা, আরতি। বাঙালি মানেই গ্রামোফোন বা পরবর্তী সময়ে টেপরেকর্ডার। উত্তর কলকাতার কিছু বাড়িতে পুরোনো গ্রামোফোনের দেখা মিলবে। আছে রেকর্ডও। সময়ের তালে তালে এসেছে ক্যাসেট-টেপ। তারা আছে। কেবলই আছে।

কেন এ ভাবে মুছে যাচ্ছে সবকিছু? সমালোচকরা দু'একটা কারণ বলেন, যেমন,

দৃশ্য এক

একটা ক্যাসেট। গোটা ২০ গান। বেজে চলেছে টেপরেকর্ডার। বাড়ির সবাই মগ্ন। গোটা দশেক গানের পরই বন্ধ। পাল্টে দিতে হল ক্যাসেট। 'এ' পিঠের পরিবর্তে 'বি' পিঠ। ফের চালু গান। এখন এত সময় কারও নেই।

দৃশ্য দুই

টেপ রেকর্ডারের পরবর্তী সংস্করণ টেপ-ডেক। আধুনিকতম। বিয়ে-পুজো-পিকনিক সবেতেই টেপ-ডেক। ছোট পার্টিতে অবশ্য টেপ। গাঁক গাঁক করে বাজছে। সঙ্গে যুবক-যুবতীদের উদ্দাম নৃত্য। কেবল উপকরণের পরিবর্তন। টেপ-রেকর্ডার আছে। ক্যাসেট আছে। অন্য ধাঁচে। আধুনিকতম সংস্করণ হোম থিয়েটার। এসেছে পেন ড্রাইভ। কুড়ি-তিরিশটা গান নয়। একসঙ্গে পাঁচশো থেকে হাজার। কখনও আরও বেশি। অতি পরিচিত দৃশ্যপটের পরিবর্তন। হারিয়ে গিয়েছে গ্রামোফোন। যেভাবে টাইপ রাইটার তৈরি বন্ধ হয়েছে। ফিল্মের রোল ভরা ক্যামেরা আর সাদা কালো টিভি উঠে গিয়েছে। ঠিক যেভাবে দেশের ১৬০ বছরের পুরোনো টেলিগ্রাম ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কলকাতার রাস্তা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ট্রাম-ঘোড়ার গাড়ি। হাতে টানা রিকশা।

কুড়ি-তিরিশ বছর আগের কথা। জনজীবনে টেপ-রেকর্ডারের উপস্থিতি ছিল অমোঘ। মোবাইল-ল্যাপটপ-আইপড আসেনি। আসেনি এলসিডি-এলইডি। সেভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি কালার টিভি। ঘরে ঘরে এফএম-কেবল নেই। অবসর-বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম টেপরেকর্ডার।

আজ তারা অনাদরে। একসময়ের সঙ্গী আজ অবহেলায়। রেকর্ড-ক্যাসেট ঘাঁটলে মিলবে অনেক কিছুই। স্বর্ণযুগের শিল্পী তালিকা নেহাত তো অল্প নয়। গানের সুরের অকূল পাথারে হাবুডুবু খাওয়া বাঙালি। একসময়ে গোগ্রাসে গিলেছে এ সব। ভোরের মিষ্টি মধুর পরিবেশে 'ও দয়াল বিচার করো', 'পিয়াল শাখার ফাঁকে' সঙ্গে 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু' – নিয়ে যেত অন্য প্রান্তে। টিভি, কম্পিউটারের হাতছানি ছিল না। নিজস্ব সীমানা তৈরিতে টেপ-গ্রামোফোনের ছিল আলাদা গুরুত্ব। সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপের যুগে অনেকটাই পাল্টে গেল সাদামাটা বাঙালিয়ানা। অলসদুপুরে 'ওই দূর দিগন্ত পারে', 'নাই বা পরিলে আজ মালা চন্দন' –এর বড্ড অভাব। লিন্ডসে স্ট্রিট বা লেনিন সরণি কিংবা পাড়ার পল্টুদার দোকান। রেকর্ড তো স্বপ্নের কথা, ক্যাসেটও মিলবে না। সবই প্রায় উঠে গিয়েছে। পাঁচুগোপালের চায়ের দোকান বা খগেনের মুড়ির দোকান।

কিশোর-হেমন্তের রোমান্টিসিজম এখন নচিকেতা-রূপঙ্করের হাতে। নবপ্রজন্মের গানে মেলোডি আছে। রোমান্টিকতা আছে। নেই অনেক কিছু। গ্রামোফোন বা পরবর্তীকালে টেপ রেকর্ডার বাঙালির জীবনে একটা আসন করেছিল। আজ তা নেই। অবসর বিনোদনের কাজটা করত ক্যাসেট-গ্রামোফোন। আজ সেই দায়িত্ব মোবাইল,ল্যাপটপ, আইফোনের। অবসর বিকেল বা সন্ধ্যায় দেখা যায় না সেই তুলতুলে কুকুরটাকে। সে এখন সঙ্গীতপ্রেমী নয়। কম্পিউটারের স্ক্রিনে বা পাশে থাকলেও বড্ড ব্যস্ত সেও। তাই তো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড। তাতেই

একসময়ের সঙ্গী আজ অবহেলায়। রেকর্ড-ক্যাসেট ঘাঁটলে মিলবে অনেক কিছুই। গানের সুরের অকূল পাথারে হাবুডুবু খাওয়া বাঙালি। একসময়ে গোগ্রাসে গিলেছে এ সব। ভোরের মিষ্টি মধুর পরিবেশে 'ও দয়াল বিচার করো', 'পিয়াল শাখার ফাঁকে' সঙ্গে 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু' – নিয়ে যেত অন্য প্রান্তে

টেপে বাজে না 'ঝুনঝুন ময়না নাচো না'। চায়ের দোকানে টেপের চলন কেড়েছে এফএম। আধুনিক যুগে মোবাইল। হেমন্ত, মান্না, সতীনাথদের উত্তরসূরিরা আজ ধরা দেন এফএম, মোবাইলে। একটু সেকেলে হলে সিডি। আছেন শ্রীকান্ত আচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, শম্পা কুণ্ডুরা। প্রায় হারিয়ে যাওয়া কিছু ব্যান্ড। কোথায় যেন না থাকার মতো।

হিসাব বলে, আগের থেকে রেকর্ডিংএর সংখ্যা বেড়ছে। বাণিজ্যীকরণ ঘটেছে। একটি গানের বাজার দর ৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ। আগের দিনের মতো বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নয়, সারা বছর ধরেই চলছে রেকর্ডিংয়ের কাজ। রাজ্য দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে সিডি, ডিভিডি। কালের গতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবর্তিত হয়েছে রক গানে। একটা সুইচ টিপলেই হাজার হাজার গান। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য আছেন। আছেন নচিকেতা, সুমন, অঞ্জন দত্তরা।

সন্দেহ নেই, বাংলা গানের ট্র্যাডিশনে পরিবর্তন ঘটেছে। কেল্লাফতে। টেপ-সিডি-ক্যাসেট। ধুর, সেকেলে ধ্যান-ধারণা।

কালের গতিতে হারিয়ে যাওয়া বাঙালি। আজ বড্ডই ব্যস্ত। তাই তো ক্যাসেট নয়। মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে বেশি স্বচ্ছন্দ। পেল্লাই টেপ রেকর্ডার না। ছোট্ট পেনড্রাইভ অনেক ভালো। আসলে পরিবর্তন না হলে চলবে কী করে। পরিবর্তন। কালের পরিবর্তন। জীবনের পরিবর্তন। চাহিদার পরিবর্তন। ব্যবহারের পরিবর্তন। মানসিকতার পরিবর্তন। পরিবর্তনের ভারে হারিয়ে যেতে থাকে ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের পরিবর্তন। গ্রামোফোন-টেপ-মোবাইল-আইফোন। পরিবর্তনের জোয়ারে গ্রামোফোনের মতো প্রায় এক্সপায়ার্ড –এই টেপ-রেকর্ডার-ক্যাসেট। সমালোচকরা বলবেন, এগুলি সেকেলে। পুরোনোকে আঁকড়ে থাকার মানে নেই। সত্যিই তাই? এগুলি ইতিহাস হয়ে গেল। বইয়ের পাতাতেই আটকে থাকবে ঐতিহ্য। এটা গর্বের! আনন্দের! নাকি দুঃখের! উত্তর মিলল না চাচা-ইকবালের কাছ থেকেও।

shirsen84@gmail.com